WORLD DIABETES DAY 2000

DIABETES & LIFESTYLE IN THE NEW MILLENNIUM
YOUR HEALTH IS IN YOUR HANDS

DIABETIC ASSOCIATION OF BANGLADESH

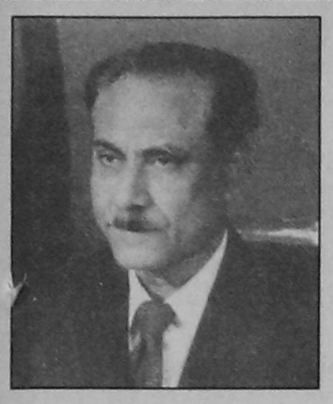

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে 'বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

ডায়াবেটিস রোগের প্রসার রোধ ও নিয়ন্ত্রণ দেশের সার্বিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে সরাসরি জড়িত। এ রোগ সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ খুবই প্রয়োজন। এ জন্য ক্রমাগতভাবে প্রয়াস চালাতে হবে। এ ক্ষেত্রে অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম-এর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমি এ দিবসের সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

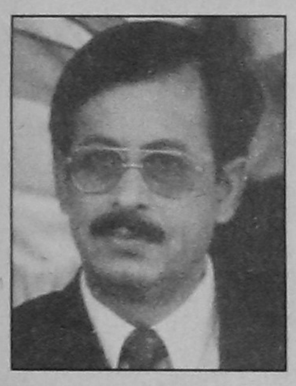

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

আজ বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির উদ্যোগে ঢাকাসহ দেশের ৪০টি জেলায় এ দিবসটি পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ রোগ সম্পর্কে অসচেতনতা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে দেশে অনেক লোক মারা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৩৬ লক্ষ লোক এ রোগে আক্রান্ত। একমাত্র চিকিৎসকগণের নিরলস শ্রম ও জনগণের সচেতনতাই ডায়াবেটিস রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। বর্তমান সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ঢাকার বারডেম হাসপাতাল ও কুমিল্লার ডায়াবেটিক হাসপাতাল ছাড়াও ৭টি জেলায় ২৫ শয্যাবিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে। এ ছাড়াও উক্ত কর্মসূচীর আওতায় আরো ১৫টি জেলায় ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপনের প্রকল্প সরকারের বিবেচনাধীন। আনন্দের বিষয় যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতেই এ প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক অনুমোদন লাভ করে।

প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম দেশের অসংখ্য রোগীর সমস্যা সমাধানে এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে যে অবদান রেখে গেছেন তা চির স্মরণীয়। তারই প্রতিষ্ঠিত বারডেম হাসপাতাল দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রেখে আসছে। দেশের জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করণে এ সমিতির কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত হবে বলে আমি আশা করি। আমি এ দিবসটির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

(শেখ ফজলুল করিম সেলিম)

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ১৪ নভেম্বর ২০০০
নূতন মিলেনিয়ামে ডায়াবেটিস ও জীবনব্যবস্থা

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস : সূচনা

১৯৯১ সালে প্রথম বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় ডায়াবেটিস এবং এর সঙ্গের জটিলতাগুলি সম্পর্কে বিশ্ব সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। এই বৎসর আমরা এই দিবসের দশম বর্ষ পালন করছি, যা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত বার্ষিক অনুষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এই জটিল অবস্থার কারণ, লক্ষণ, জটিলতা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে গণসচেতনতা আকর্ষণের আদর্শ সুযোগ বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০০০। বিশ্ব সচেতনতা আরও বৃদ্ধিও প্রয়োজনীয়তা আছে আর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে সকলের সমন্বিত শক্তিতে এ কাজটি করতে হবে।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস : ২০০০ সালের প্রতিপাদ্য

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০০০ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই প্রচারণা কার্যক্রমের দশম বার্ষিকী। এ বৎসর এই মিলেনিয়ামের সমাপ্তি হওয়ায় আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন (আইডিএফ) বিষয় নির্বাচন করেছে :

নূতন মিলেনিয়ামে ডায়াবেটিস ও জীবনব্যবস্থা

আমরা আজ যখন নূতন মিলেনিয়ামে পদার্পণ করতে যাচ্ছি, আমরা দেখতে পারছি আমাদের জীবনব্যবস্থা ও খাদ্যাভ্যাস গত দশকগুলির তুলনায় পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে আর্থসামাজিক অবস্থা মানুষকে ক্রমে নগরকেন্দ্রিক করে তুলছে জীবিকার সন্ধানে, এ কারণে তারা এমন জীবনব্যবস্থায় নিজেদেরকে পরিবর্তিত করে ফেলেছে যেখানে অনেক বেশী মানসিক চাপ, অনেক বেশী ফার্স্ট ফুড ও কম দৈহিক শ্রমপূর্ণ জীবন, এই জীবনব্যবস্থার অর্থ অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ও স্থূলতা।
জীবনব্যবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে ডায়াবেটিসের প্রাদুর্ভাবও বাড়ছে। আশা করি আপনারা জানেন ডায়াবেটিস বাড়ছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় আজ যেখানে সারা বিশ্বে ডায়াবেটিসের সংখ্যা ১৪.৫ কোটি, ২০২৫ সালে এ সংখ্যা ৩০ কোটিতে পৌছে যাবে।
স্বাস্থ্যসম্মত জীবনব্যবস্থা পালনের সুফলগুলি তুলে ধরার এখনই সময় এবং জনগণকে জানানো প্রয়োজন কিভাবে তারা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের প্রাদুর্ভাব এবং ডায়াবেটিসের জটিলতা রোধ করতে পারবে। স্বাস্থ্যসম্মত জীবনব্যবস্থা হলো বর্তমান অবস্থার বিপরীত স্রোতধারা।
স্বাস্থ্যসম্মত জীবনব্যবস্থার অর্থ নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা। এ কাজ সকল জনগোষ্ঠির জন্যই প্রযোজ্য, তার ডায়াবেটিস থাকুক বা নাই থাকুক। প্রত্যেক মানুষই তার জীবনের কোন এক সময়ে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারে। স্বাস্থ্যসম্মত জীবনব্যবস্থা পালনের সুফলগুলি খুজে দেখা, পালন করা আর এই কাজ করার আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করার এখনই সময়।

ডায়াবেটিস, জীবন ব্যবস্থা ও আপনি

স্বাস্থ্যসম্মত জীবনব্যবস্থার সুফলের উপর গুরুত্বারোপ করা হবে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০০০ এবং আপনার জীবনের জন্য একটি সহজ পথেরও সন্ধান করে দেবে যাতে এই কাজ আপনার জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। একটি স্বাস্থ্যসম্মত জীবনব্যবস্থা প্রত্যেকের জন্য এবং সার্বক্ষণিকের জন্য প্রয়োজন। এই বৎসরের প্রচারণা কার্যক্রমের জন্য আমরা আপনার সহযোগিতা কামনা করছি, যাতে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসের বার্তা বিশ্বের সকল স্থানে পৌছাতে পারে।
একটি স্বাস্থ্যসম্মত জীবনব্যবস্থা পরিমিত খাদ্য, দৈহিক শ্রম, নিয়মিত ঔষধ সেবন ও স্বাস্থ্য পরামর্শের সমন্বয়ে গঠিত; যাতে আপনি আপনার অবস্থা আপনার নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন অর্থাৎ পূর্ণ সামাজিক জীবন যাপন করতে পারেন। এটি একটি চার-সূত্রের পরিকল্পনা। ডায়াবেটিস দিবসের পোষ্টারে দেখা যাবে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তির মতো একটি মানুষ হাতে চারটি বল নিয়ে খেলা করছে। "আপনার স্বাস্থ্য আপনার হাতে" মূল বাণী এটাই। আপনি যদি আপনার পরিচর্যা ভালভাবে করতে পারেন, তবে আপনার জীবনমাণ আপনি আরও বেশী উন্নত করতে পারবেন।
স্বাস্থ্যসম্মত জীবনব্যবস্থা কথাটি শুনতে খারাপ লাগলেও আপনি নিজে প্রমাণ করুন নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করে আপনি নিজেকে কত স্বাধীন, উদ্দীপনাময় ও আনন্দিত বোধ করছেন।
বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০০০ ডায়াবেটিস সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিন্তু এ বাণীর অন্তর্নিহিত সুর আরও গভীরে প্রোথিত হয়েছে। এ প্রচারণ ডায়াবেটিক বা নন-ডায়াবেটিক সকল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য এবং এর ফলে তারা ক্রমে আরও বেশী স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠছে, তাদের পথ অনুসরণ করে আরও অধিক সংখ্যক ব্যক্তি আরও ভালভাবে তাদের স্বাস্থ্যকে তাদের নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস : একটা বিশ্বব্যাপি অনুষ্ঠান

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসের কার্যক্রম একটি যৌথ কার্যক্রম। এই দিনটি আমাদের কাছে আশা করে, আমরা যাতে একত্রিত হয়ে ১৪ নভেম্বর ২০০০ তারিখকে ডায়াবেটিস সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম সফল করতে বিশ্বময় শক্তিশালী সোচ্চার হয়ে উঠি। এ কারণে আমরা সকলে পরস্পরকে, সকল সদস্য সমিতিগুলিকে এক সূত্রে একটি অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানাই এবং সমাজের সকল স্তরের সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তি, নীতি নির্ধারক, মতামত উদ্ভাবক, শিক্ষক, স্বাস্থ্য পরিচর্যাকারী, শিশু, কিশোর, যুবক এবং অতি অবশ্য ডায়াবেটিক ব্যক্তিদের এ সার্বজনীন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে পারি। বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস এমন একটি সুযোগ যে দিন এই সকল স্তরের সকল ব্যক্তির মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা গড়ে তুলতে সহায়তা করে, সেই সাথে এই লক্ষ্যে গৃহিত সকল কার্যক্রমের সাফল্য সম্প্রচারিত করে।
এই কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন সকল প্রকার সহায়তা ও সমন্বয় করে থাকে। এর নির্বাহী কার্যালয় পোষ্টার, স্টিকার, তথ্যপুস্তিকা ও নথিপত্র সরবরাহ করে থাকে।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস : জনগণের দরজায়

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণের ডায়াবেটিসের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা এবং জটিলতা সম্পর্কে শিক্ষিত করতে তৎপর এবং সেই সাথে সুস্থ জীবনব্যবস্থার সুফল বিশ্বের সকল দেশের সদস্য সংগঠন ও সমিতিগুলির সাহায্যে অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠির কাছে পৌছানো সম্ভব। স্থানীয় নেতৃত্বেরই সম্ভব অধিক সংখ্যক ব্যক্তির কাছে পৌছানো এবং তাদের জ্ঞান সহজেই এদের মধ্যে প্রবাহিত করে দেয়া সম্ভব।
ডায়াবেটিক ব্যক্তিদেরকে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসের কার্যক্রমে আরও অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন একটি শক্তিশালী মাধ্যম এবং যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা এবং সমস্যা ও জটিলতার উত্তোরণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা এবং এই উত্তোরণের কার্যক্রম অন্যকে পালন করতে উদ্বুদ্ধ করা।
এ বৎসরের প্রতিপাদ্য সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত জীবনব্যবস্থা, এর অর্থ প্রত্যেকেই এই লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে নিবদ্ধ। এর সাফল্য নির্ধারণ করতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনা প্রয়োজন :
* সাধারণ জনগণ-ডায়াবেটিস সম্পর্কে সমাজে স্পষ্ট ও উন্নত সমঝোতা থাকা প্রয়োজন, এর ফলে কোন ভ্রান্ত ধারণা ও বৈষম্য দূর করা সম্ভব হবে। সকলেরই মনে রাখতে হবে, তাদেরও ডায়াবেটিস হবার আশঙ্কা আছে এবং তারাও সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবে।
* যাদের ডায়াবেটিস আছে- লক্ষ্য রাখতে হবে তারা যেন সকল সময় স্বাভাবিক ও কর্মমুখর জীবন যাপন করতে পারে, তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে নিয়ম বেঁধে চলতে হবে।
* যাদের ডায়াবেটিস হতে পারে - যে কোন ব্যক্তির ডায়াবেটিস হতে পারে, জটিলতার আশঙ্কা কমানোর জন্য তাদেরকে জানানো প্রয়োজন যে সুস্থ জীবনব্যবস্থাই প্রকৃত চাবিকাঠি।
* স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদানকারী কর্মীবাহিনী - অসহায় জনগোষ্ঠিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য এদেরকে সর্বাধুনিক পরিচর্যা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে।

বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

অধ্যাপক এ কে আজদ খান
মহাসচিব
বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি

বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি সর্বজন শ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডাঃ মোঃ ইব্রাহিমের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর সংগ্রামী সহযোদ্ধাদের নিরলস ত্যাগ ও সেবার ফলে সমিতি এবং এর অন্যতম প্রতিষ্ঠান বারডেম এখন দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য নাম। ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি তার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে চলেছে। বর্তমানে শুধু ডায়াবেটিক চিকিৎসাই নয়, দেশের সার্বিক স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও সমিতির বারডেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। ডায়াবেটিক স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বারডেমকে 'হু কোলাবরেটিং সেন্টার ফর কমিউনিটি ওরিয়েন্টেড হেলথ সার্ভিসেস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডায়াবেটিসসহ সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সমিতির সমন্বিত কর্মসূচি সারা বিশ্বে 'ইব্রাহিম মডেল' হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিতি পেয়েছে।

ইব্রাহিম মডেল

ইব্রাহিম মডেলের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সমাজের স্বচ্ছল শ্রেণীর অর্থনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দুর্বলতার শ্রেণীর উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে স্বচ্ছল শ্রেণীকে উন্নতমানের সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দুর্বলতর অংশের বিনামূল্যে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় করা হয়। আমরা মনে করি, উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষত বাংলাদেশে স্বনির্ভর একটি স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি অপরিহার্য পন্থা। শুরু থেকে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল রোগীকে ডায়াবেটিসের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে প্রদানের যে আদর্শ বা নীতি সমিতি গ্রহণ করেছিলো, সাম্প্রতিককালে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা অসম্ভব হারে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সমিতি সেই নীতি থেকে বিচ্যুত হয়নি। তবে, সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠান বারডেমে রোগীদের ভিড় যে হারে বাড়ছে, তাতে বারডেমে স্থান সংকুলান করা কঠিন হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে দেশের সকল ডায়াবেটিক রোগীকে ডায়াবেটিসের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে প্রদান অব্যাহত রাখতে এখন দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। আজ থেকে মাত্র ৫ বছর আগে, ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে সমিতির বিনামূল্যে প্রদত্ত সেবার পরিমাণ যেখানে ছিলো ১০ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা সেখানে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় বিশ কোটি টাকায়। অথচ সরকারি সাহায্য পাওয়া গেছে মাত্র দশ কোটি টাকা। এ অবস্থায়, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ অন্যান্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়েছে।
এই অবস্থায় চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণ এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে সমিতি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বারডেম

শুরুতে ডায়াবেটিক রোগীদের সমন্বিত স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ডায়াবেটিস সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে বারডেম প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও বারডেম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তিই কেবল নয়, বারডেমে দক্ষ ব্যবস্থাপনা সৃষ্টির প্রতিও আমরা সমানভাবে মনোযোগী। রোগীদের দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই সমগ্র হাসপাতালকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছি। ডাব কারডিয়াক সেন্টারের কাজও প্রায় সমাপ্তির পথে। খুব শিগগিরই এ প্রকল্পটি চালু হতে যাচ্ছে।

এনডিএন বা ন্যাশনাল ডায়াগনষ্টিক নেটওয়ার্ক

সারাদেশে মানসম্পন্ন ডায়াগনস্টিক সুবিধা পৌছে দেয়া এবং ডায়াবেটিক সেবা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে এনডিএন প্রতিষ্ঠা করা হয়। অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে এনডিএন-এর ৩টি কেন্দ্রকে এক্সিকিউটিভ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়। এগুলো হচ্ছে, ধানমন্ডিস্থ এক্সিকিউটিভ হেলথ চেক সেন্টার, উত্তরা এক্সিকিউটিভ সেন্টার এবং গুলশানস্থ এনডিএন সালেহা মেমোরিয়াল সেন্টার।
এনডিএন-এর এসব কেন্দ্রে সমাজের স্বচ্ছল ও ব্যস্ত পেশাজীবী মহল অর্থের বিনিময়ে দ্রুততম সময়ে ডায়াবেটিস স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারেন।
এনডিএন-এর অন্যান্য কেন্দ্রে রেজিস্টার্ড ডায়াবেটিক রোগীদের নির্ধারিত কয়েকটি পরীক্ষা বিনামূল্যে করা হয়। এ সব কেন্দ্রের মানসম্পন্ন রোগ নির্ণয় সুবিধা এবং ডায়াবেটিস ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা ইতোমধ্যে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষন করতে সক্ষম হয়েছে। রাজধানীর অন্যান্য এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় এনডিএন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। ইতোমধ্যেই সাভার ও ময়মনসিংহে দুটি এনডিএন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

শাখা সমিতি

সমিতির বারডেম ও এনডিএন-এর মাধ্যমে সারা দেশে প্রায় ৪০ লক্ষ ডায়াবেটিস রোগীর চিকিৎসা নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব। যে-কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ত্যাগী সমাজকর্মীদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে অবিভুক্ত করার মাধ্যমে শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রতিও সমিতি সমানভাবে সক্রিয়। বর্তমানে প্রায় ৪৬টি শাখা সমিতি নিবন্ধিকৃত হয়েছে এবং ক্রমশ এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সমিতি শাখা সমিতিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে না, তবে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নেও সমিতি শাখা সমিতিগুলোকে সহায়তা দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশ হেলথ সায়েন্স ইনস্টিটিউট (বিআইএইচএস)

সমিতি যেসব সম্প্রসারণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেগুলি বাস্তবায়ন করতে গেলে বিপুল সংখ্যক দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। বারডেমের সীমিত অবকাঠামোর মাধ্যমে ঐ বিপুল সংখ্যক দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাই, সমিতি অন্যান্য পরিকল্পনার পাশাপাশি একটি পৃথক হেলথ সায়েন্স ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার পরিকল্পনাও নিয়েছে। উন্নত ও আধুনিক কোর্স-কারিকুলামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আন্ডারগ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলের উন্নত জনশক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই এ প্রতিষ্ঠানের রূপরেখা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং তা দেশে-বিদেশের সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি কেবল ডায়াবেটিস নয়, দেশের সার্বিক স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একদিন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলেই আমরা মনে করি এবং সমিতি সে লক্ষ্যেই নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ কার্তিক ১৪০৭
১৪ নভেম্বর ২০০০

বাণী

বাংলাদেশে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমাদের দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। দেশের ডায়াবেটিস আক্রান্ত জনসাধারণের দুর্ভোগ ও অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর হার কার্যকরভাবে কমিয়ে আনতে এবং ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ কর্মসূচি সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'বারডেম' প্রকল্পের প্রাথমিক অনুমোদন ও অনুপ্রেরণা দিয়ে দেশে ডায়াবেটিক চিকিৎসার সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় কর্মবীর ডাক্তার মোঃ ইব্রাহিম যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেন। দীর্ঘ পথ পরিক্রমা, নিরলস পরিশ্রম, গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর সৃজনশীলতার অনুশীলনে 'বারডেম' বিশ্বের এতদঞ্চলে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। দেশে এবং বিদেশে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ও সচেতনতা সৃষ্টিতে এ প্রতিষ্ঠান কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। জনসাধারণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি ভবিষ্যতে আরও কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০০০ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

সভাপতি
বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি

বাণী

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি একটি ক্রোড়পত্র বের করতে যাচ্ছে। সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে ক্রোড়পত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সকলেই এটা জানেন যে, ডায়াবেটিস একবার হলে কখনোই সারে না। কিন্তু এ রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে সারা জীবন সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়। যে কারণে ডায়াবেটিস সম্পর্কে গণ-সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারলে এ রোগের কুফল থেকে মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি ১৯৫৬ সাল থেকে দেশের সকল ডায়াবেটিক রোগীকে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে এক অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে।
জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিমের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা আগের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সমিতির বারডেম, এনডিএন এবং শাখা সমিতিগুলোতে রোগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এতো বিপুল সংখ্যক রোগীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ঘটনা সারা পৃথিবীতেই বিরল। স্বচ্ছল শ্রেণীকে অন্যান্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় থেকেই ডায়াবেটিক রোগীদের বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হয়। এই পদ্ধতি সারা বিশ্বে "ইব্রাহিম মডেল" হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে।
বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস সফল হোক এই কামনা করি।

অধ্যাপক ওয়াহীদ উদ্দিন আহমদ

Keeps Spike Normal
Courtesy : Novartis (Bangladesh) Limited